দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ JUL 1 1999
পৃঃ ৪ কলাম ৭

কলেজ লাইব্রেরীগুলির জন্য ৩ কোটি টাকার বই প্রসঙ্গে

পত্রিকা পাঠে জানিতে পারিলাম যে, সদাশয় সরকার গত অর্থবছরে ৩ কোটি টাকার সৃজনশীল বই ৫শ' কলেজ লাইব্রেরীর জন্য কিনিয়া দিয়াছেন এবং চলতি অর্থবছরেও অনুরূপ অংকের বই কিনিয়া দিতে যাইতেছেন। খবরে প্রকাশ, গত অর্থবছরে সৃজনশীল বই কিনিয়া দেওয়ার পর বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ টেক্সট বই কিনিয়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। ইহাই স্বাভাবিক। কেননা কলেজ লাইব্রেরীতে সৃজনশীল বইয়ের চাইতে টেক্সট বইয়ের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। এই পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, এই বরাদ্দকৃত ৩ কোটি টাকায় যেসব বই কেনা হইবে উহাদের মধ্যে কিছু টেক্সট বইও থাকিবে। কিন্তু এই 'কিছু' শব্দটি এই ক্ষেত্রে বেশ অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছে। সবারই প্রশ্ন- কিছু মানে কত? ৫০ শতাংশ, ২৫ শতাংশ না ১০ শতাংশ? প্রত্যেকটি কলেজ লাইব্রেরীতে টেক্সট বই ও রেফারেন্স বইয়ের তীব্র অভাবের কথা আমরা সবাই কমবেশি জানি। এমতাবস্থায় এতো বিপুল অঙ্কের টাকায় গল্পের বই না কিনিয়া (গত অর্থবছরে বরাদ্দকৃত পুরা ৩ কোটি টাকারই গল্পের বই কেনা হইয়াছে) শিক্ষার্থীদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলতি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত পুরা টাকায় টেক্সট বই ও রেফারেন্স বই কেনাই বাঞ্ছনীয় হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। অথবা সৃজনশীল অর্থাৎ গল্প, প্রবন্ধের বই কেনার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে অনুরূপ অর্ধেক অর্থ টেক্সট বই ও রেফারেন্স বই কেনার জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ করা যাইতে পারে। একান্ত যদি সৃজনশীল বই কিনিতেই হয়, এবং টেক্সট বইয়ের জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা না যায় সে ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত টাকার ১০ শতাংশের বেশি যেন কোন ভাবেই গল্পের বই কেনার কাজে ব্যবহার করা না হয়। দেশ তথা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য সদাশয় সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি অকর্ষণ করিতেছি।

আহমদ দিদারুল কবীর,
১২৩, মধ্য বাসাবো, ঢাকা।